গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অনুবিভাগ
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০৩১.৪০.০০১.২৫-৯০

তারিখ: ১২ ভাদ্র, ১৪৩৩ / ২৭ আগস্ট, ২০২৬

বিষয়: সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬ বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এর ক্ষমতাবলে প্রণীত রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর রুল ৩ এবং তদধীন সিডিউল-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী সার আমদানি, উৎপাদন, বিতরণ ,ব্যবহার, ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। উক্ত বিধিবিধানের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন (policy formulation), পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning) ও বাস্তবায়ন (Implementation) এবং তদারকি (Monitoring) করা (রুল ৪(ix)(ক) ও (খ))। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়োপযোগী, ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজলভ্য সার সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। বিদ্যমান সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ ব্যবস্থায় সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সংস্কার, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং কৃষকের কাছে ন্যায্যমূল্যে যথাসময়ে সার পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর রুল ৩ ও সিডিউল-I অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং প্রচলিত আইন-বিধি ও সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সরকার সার ডিলার নিয়োগ, নবায়ন, বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা, ২০২৬" প্রণয়ন করা সমীচীন মনে করে।

২.০ এতদুদ্দেশ্যে 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ:

- নীতিমালাটি সময়োপযোগি ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিতকল্পে প্রণীত;
- একক নীতিমালার আওতায় সার বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা;
- ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে সার ডিলার ইউনিটের সংখ্যা সুনির্দিষ্টকরণ;
- সকল সার ডিলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের ডিলার হিসেবে পরিগণিত হবে;
- একই পরিবারে একাধিক ডিলার নিয়োগের সুযোগ রহিতকরণ;
- ডিলারের কার্যক্রম আরো নিবিড়ভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে ডিলারশীপ বাতিল বা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ;
- খুচরা বিক্রেতাগণকে অধিকতর জবাবদিহি ও স্বচ্ছতার আওতায় আনয়ন; এবং
- খুচরা বিক্রেতাগণের কার্যক্রম আরো নিবিড়ভাবে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের আইডি বাতিল বা নবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ।

৩.০ 'সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা– ২০২৬' তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে।

৪.০ সংশোধিত নীতিমালাটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট (www.moa.gov.bd) এ প্রকাশ করা হয়েছে। নীতিমালা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন বা ব্যখ্যায় অস্পষ্টতা থাকলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ০২-৫৫১০০৩৫১ বা ০২-৫৫১০০৪৯৫ ফোন নম্বরে যোগাযোগ করে জানা যাবে।

৫.০ সংশোধিত নীতিমালার কপি এতদসংগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

27.08.2026

(ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৫৫১০০১১৪
E-mail: jsfmm@moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০৩১.৪০.০০১.২৫-৯০

তারিখ: ১২ ভাদ্র, ১৪৩৩ / ২৭ আগস্ট, ২০২৬

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(১) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা;
(২) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা;
(৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), কৃষি ভবন, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা;
(৪) চেয়ারম্যান, বিসিআইসি, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা;
(৫) বিভাগীয় কমিশনার --- (সকল);
(৬) মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত নীতিমালার ৯ (ছ), ১০ (ট), ১১ (ড) নং অনুচ্ছেদের অনুসারে কমিটি তিনটির বীজ সংক্রান্ত কার্যপরিধি জারী করার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ);
(৭) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি -- (সকল);
(৮) অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর -- অঞ্চল (সকল);
(৯) প্রশাসক, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ), আল-রাজি কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা), ১৬৬-১৬৭, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, পুরানা পল্টন, ঢাকা।
(১০) উপ-পরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা- বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশের অনুরোধ করা হলো;
(১১) উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ ও সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি -------------------------------- (সকল);
(১২) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
(১৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ------------------------------------ (সকল);
(১৪) উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য সচিব, উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি-------------------------------------- (সকল);
(১৫) সভাপতি/সম্পাদক, বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) -- জেলা (সকল)।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

(১) মাননীয় মন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আহ্বায়ক, সার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্যে মন্ত্রিসভা কমিটি;
(২) মাননীয় মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মন্ত্রণালয় এবং সদস্য, সার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্যে মন্ত্রিসভা কমিটি;
(৩) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সদস্য, সার বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্যে মন্ত্রিসভা কমিটি;
(৪) সিনিয়র সচিব/সচিব, -- বিভাগ/মন্ত্রণালয় (সকল);
(৫) ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ঢাকা;
(৬) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড, পিলখানা, ঢাকা;
(৭) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, কোস্ট গার্ড সদর দপ্তর, ঢাকা;
(৮) মহাপরিচালক, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, ফার্মগেট, ঢাকা;
(৯) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ঢাকা;
(১০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, কারওয়ান বাজার, ঢাকা;
(১১) নিবন্ধক, সমবায় অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা;
(১২) পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা;
(১৩) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
(১৪) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল, ঢাকা;
(১৫) মাননীয় উপদেষ্টার একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
(১৬) মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
(১৭) মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা;
(১৮) সচিবের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; এবং
(১৯) --

27.08.2025

(ড. মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম)
যুগ্মসচিব
ফোন: ৫৫১০০১১৪
E-mail: jsfmm@moa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং অধিশাখা
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০৩১.৪০.০০১.২৫-৮৯

তারিখ: ১২ ভাদ্র, ১৪৩৩ / ২৭ আগস্ট, ২০২৬

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬

১.০ নীতিমালার উদ্দেশ্য, ডিলার ও খুচরা বিক্রেতার সংখ্যা এবং কার্যএলাকা

১.১ বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৫৫(৬) এর ক্ষমতাবলে প্রণীত রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর রুল ৩ এবং তদধীন সিডিউল-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী সার আমদানি, উৎপাদন, বিতরণ ,ব্যবহার, ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। উক্ত বিধিবিধানের আলোকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন (policy formulation), পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning) ও বাস্তবায়ন (Implementation) এবং তদারকি (Monitoring) করা (রুল ৪(ix)(ক) ও (খ))। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সময়োপযোগী, ভারসাম্যপূর্ণ ও সহজলভ্য সার সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। বিদ্যমান সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ ব্যবস্থায় সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রয়োজনীয় সংস্কার, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং কৃষকের কাছে ন্যায্যমূল্যে যথাসময়ে সার পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি হালনাগাদ নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এমতাবস্থায় রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর রুল ৩ ও সিডিউল-I অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে এবং প্রচলিত আইন-বিধি ও সরকারি নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সরকার সার ডিলার নিয়োগ, নবায়ন, বরাদ্দ ও বিতরণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা, ২০২৬" প্রণয়ন করা সমীচীন মনে করে।

১.২ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ইউনিট ভিত্তিক ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে সার বিতরণ ব্যবস্থা কৃষক বান্ধব করাই এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য। ডিলারের কার্যএলাকা তথা কৃষি ব্লক/ডিলার ইউনিটই হবে সার বিতরণের কেন্দ্রবিন্দু। প্রতি তিনটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত কৃষি ব্লকে একজন করে অর্থাৎ প্রতি ইউনিয়নে ৩ (তিন) জন সার ডিলার নিয়োগ করা যাবে। দেশের প্রতিটি পৌরসভায় ৩ (তিন) জন ডিলার নিয়োগ দেওয়া যাবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ফসলি জমি থাকলে এবং ডিলার নিয়োগ যৌক্তিকভাবে প্রয়োজন হলে উক্ত এলাকার সার ডিলারের সংখ্যা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। কৃষি জমির পরিমাণ ও ফসলের নিবিড়তার উপর ভিত্তি করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ডিলার ইউনিট কম বা বেশি হতে পারে।

১.৩ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬ এর আওতাধীন সকল ডিলার সরকার নিযুক্ত/সরকারি নিবন্ধনকৃত/সরকারি তালিকাভুক্ত সার ডিলার হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে বিসিআইসি ডিলার এবং বিএডিসি ডিলার নামক কোনো বিভাজন থাকবে না। সকল ডিলার সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তার অধিক্ষেত্রে মাসিক অনুমোদিত চাহিদা অনুযায়ী যথানিয়মে ইউরিয়া ও নন-ইউরিয়া সার বরাদ্দ পাবেন;

১.৪ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে প্রত্যেক সার ডিলারের অধিক্ষেত্রে ৩টি খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে। ডিলার অধিক্ষেত্রের এলাকাভুক্ত সুবিধাজনক স্থানসমূহে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উক্ত ৩টি বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন করবে। ডিলার নিজে একটি বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করবেন এবং অপর ২টি বিক্রয় কেন্দ্র জেলা/উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে পরিচালনা করা হবে;

১.৫ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা হতে হবে। কেবল ইউনিয়নের ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের যোগ্য কোনো আবেদনকারী না পাওয়া যায় তবে, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগের সহজতর সুবিধাজনক পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বাসিন্দা অগ্রাধিকার পাবেন। যদি পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নের বাসিন্দা না পাওয়া যায় তবে, সংশ্লিষ্ট উপজেলার বাসিন্দা পরবর্তী অগ্রাধিকারপ্রাপ্য বলে বিবেচিত হবেন। কোনক্রমেই উপজেলার বাইরের কোনো বাসিন্দাকে সংশ্লিষ্ট

ইউনিয়ন পর্যায়ের ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা ব্যতীত অন্য কাউকে ডিলার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাবে না; এবং

১.৬ খুচরা বিক্রেতাগণ ইউনিয়ন ও পৌরসভা পর্যায়ের ক্ষেত্রে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক এবং সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হবেন। তবে, সার বিক্রয়সহ অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত অনিয়মের দায়ে ইতোপূর্বে দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তি খুচরা বিক্রেতা হিসাবে থাকতে/ নিয়োজিত/পুনঃনিয়োজিত হতে পারবেন না। খুচরা বিক্রেতাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। জেলা/উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক ডিলার তার আওতাধীন খুচরা বিক্রেতাগণকে নির্ধারিত পরিমাণ সার সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবেন। সার বিক্রয় সংক্রান্ত খুচরা বিক্রেতার কর্মকাণ্ডের জন্যে ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

২.০ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

২.১ ডিলার শূন্য থাকা সাপেক্ষে কোনো ডিলার ইউনিটের বিপরীতে নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি স্থানীয়/জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ও সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে সার ডিলারের কার্যএলাকা (ইউনিয়নের ওয়ার্ড/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকা) অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত ডিলার নিয়োগের জন্য কোনো আবেদন গ্রহণ করা যাবে না;

২.২ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে ডিলার ইউনিটের বিপরীতে খুচরা বিক্রেতা শূন্য থাকা সাপেক্ষে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় ও সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিজ্ঞপ্তিতে কার্যএলাকা (ইউনিয়নের ওয়ার্ড/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকা) অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের জন্য কোনো আবেদন গ্রহণ করা যাবে না;

২.৩ এছাড়া বহুল প্রচারের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস, উপজেলা বিআরডিবি অফিস, উপজেলা সমবায় অফিস, থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার অফিস, স্থানীয় বিএডিসি (সার) ও বিসিআইসি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

২.৪ আবেদন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ নন-ট্যাক্স রেভিনিউ (এনটিআর) হিসেবে সরকারি কোষাগারে জমা করা হবে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও উপজেলা কৃষি অফিসারের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ থেকে নির্বাহ করা যাবে।

৩.০ ডিলারশিপের জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- **যোগ্যতা:**

৩.১ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের/উপজেলার/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা হতে হবে ও এর প্রমাণক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে;

৩.২ সার ডিলারের নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কার্য এলাকায় (ডিলার ইউনিটে) নূন্যতম ২৫ মে.টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, খাবারের দোকান/রেস্টুরেন্ট, গো-খাদ্য, মাছের খাবার, সবজি দোকানের সঙ্গে সার গুদাম করা যাবে না এবং সারের গুদামে বীজ সংরক্ষণ করা যাবে না;

৩.৩ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য গুদামের ভিটি স্বাভাবিক বন্যাসীমার চেয়ে উঁচু ও পাকা থাকতে হবে;

৩.৪ আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে হবে এবং আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণক হিসেবে কমপক্ষে ৫.০ লক্ষ টাকার ব্যাংক সচ্ছলতার সাম্প্রতিক সনদ থাকতে হবে;

৩.৫ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

৩.৬ আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ (আঠারো) বছর হতে হবে;

৩.৭ আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও চলাচলে সক্ষম হতে হবে; এবং

৩.৮ আবেদনকারীর টিআইএন থাকতে হবে।

- **অযোগ্যতা:**

৩.৯ ইতোপূর্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কারও সার ডিলারশিপ বাতিল হয়ে থাকলে তিনি আবেদনের অযোগ্য হবেন। পাশাপাশি ইতোপূর্বে ব্যবসায়ে অনিয়ম/কোনো ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তিনি ডিলারশিপ আবেদনের জন্য অযোগ্য হবেন। তবে ফৌজদারি অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাজাভোগের ২ (দুই) বছর পর আবেদন করতে পারবেন;

৩.১০ কোন বিধিবদ্ধ সরকারি/ আধাসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধি ডিলার হতে/থাকতে পারবেন না; এবং

৩.১১ সার ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে একই পরিবারের একজনের ডিলারশিপ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড থাকলে পরিবারের অপর কেউ ডিলারশিপের/ খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ডের জন্যে আবেদন করতে বা ডিলার বা খুচরা বিক্রেতা হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য বলতে পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র ও তাদের স্ত্রী, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই ও বোন যারা এক খানায় খাদ্য গ্রহণ করে তাদের বুঝানো হয়েছে।

৪.০ খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

- **যোগ্যতা:**

৪.১ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের /পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা হতে হবে ও এর প্রমাণক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার অথবা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ দাখিল করতে হবে;

৪.২ নিয়োগকৃত খুচরা বিক্রেতাগণের বিক্রয় কেন্দ্র সংলগ্ন নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় নূন্যতম ৫ মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, খাবারের দোকান/রেস্টুরেন্ট, গো-খাদ্য, মাছের খাবার, সবজি দোকানের সঙ্গে সার গুদাম করা যাবে না এবং সারের গুদামে বীজ সংরক্ষণ করা যাবে না;

৪.৩ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য গুদামের ভিটি স্বাভাবিক বন্যাসীমার চেয়ে উঁচু ও পাকা থাকতে হবে;

৪.৪ আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে হবে;

৪.৫ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

৪.৬ আবেদনকারীর বয়স ন্যূনতম ১৮ (আঠারো) বছর হতে হবে;

৪.৭ আবেদনকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও চলাচলে সক্ষম হতে হবে; এবং

৪.৮ আবেদনকারীর টিআইএন থাকতে হবে।

- **অযোগ্যতা:**

৪.৯ সার বিক্রয়সহ অন্যান্য ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত অনিয়মের দায়ে ইতোপূর্বে দোষী সাব্যস্ত কোনো ব্যক্তি খুচরা বিক্রেতা হিসাবে আবেদন করতে/ নিয়োজিত হতে পারবেন না। পাশাপাশি ইতোপূর্বে ব্যবসায়ে অনিয়ম/কোনো ফৌজদারি বা অন্য কোনো আইনে দন্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকলে তিনিও আবেদনের জন্য অযোগ্য হবেন। তবে ফৌজদারি অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সাজাভোগের ২ (দুই) বছর পর আবেদন করতে পারবেন;

৪.১০ কোন বিধিবদ্ধ সরকারি/ আধাসরকারি/ স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান/ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়/ এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা জনপ্রতিনিধি সার খুচরা বিক্রেতা হতে/থাকতে পারবেন না; এবং

৪.১১ খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের ক্ষেত্রে একই পরিবারের একজনের ডিলারশীপ বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড থাকলে পরিবারের অপর কেউ খুচরা বিক্রেতা বা ডিলার হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য বলতে পিতা, মাতা, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র ও তাদের স্ত্রী, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই ও বোন যারা এক খানায় খাদ্য গ্রহণ করে তাদের বুঝানো হয়েছে।

৫.০ সারের ডিলারশিপের জন্য আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

৫.১ আবেদনকারীকে নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-০১)** আবেদন প্রস্তুত করে তার প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার প্যাডে পরিচায়ক পত্র (Cover Letter)সহ আবেদন দাখিল করতে হবে;

৫.২ আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি/কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত নাগরিকত্ব সনদ;

(খ) সাম্প্রতিক তোলা ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(ঘ) দোকান ও গুদামের পরিমাপের বর্ণনাসহ মালিকানা দলিলের/ভাড়ার চুক্তিনামার কপি;

(ঙ) আর্থিক সচ্ছলতার প্রমাণক হিসেবে কমপক্ষে ৫.০ (পাঁচ) লক্ষ টাকার ব্যাংক সচ্ছলতার সাম্প্রতিক সনদ;

(চ) আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যায়িত পরিবারের সদস্যদের পেশাসহ (পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা এবং নির্ভরশীল ভাই ও বোন) তালিকা; এবং

(ছ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সনদ।

৫.৩ আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হবে;

৫.৪ একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বরাবর আর্নেস্টমানি বাবদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট (ফেরতযোগ্য) সংযোজন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনোরূপ তথ্যগত বা দালিলিক অসত্যতা অথবা সংযুক্ত কাগজপত্র নকল বা জাল প্রমাণিত হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত হবে। ফলাফল প্রকাশের পর জেলা প্রশাসক অনির্বাচিত আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্বাচিত আবেদনকারীর আর্নেস্টমানি ডিলার নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফেরত প্রদান করা হবে।

৬.০ খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ডের জন্য আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

৬.১ আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-০২)** জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে;

৬.২ আবেদনপত্রের সঙ্গে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি/কাগজ-পত্র জমা দিতে হবে:

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত নাগরিকত্ব সনদ;

(খ) সাম্প্রতিক তোলা ৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি;

(গ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স;

(ঘ) দোকান ও গুদামের পরিমাপের বর্ণনাসহ মালিকানা/ভাড়ার চুক্তিনামার কপি;

(ঙ) আর্থিক সচ্ছলতার সাম্প্রতিক সনদ; এবং

(চ) আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধি কর্তৃক প্রত্যয়িত পরিবারের সদস্যদের পেশাসহ (পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা এবং নির্ভরশীল ভাই ও বোন) তালিকা।

(ছ) হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সনদ।

৬.৩ আবেদনপত্রের সঙ্গে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ১,০০০.০০ (এক হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হবে;

৭.০ নিয়োগ প্রক্রিয়া

৭.১ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সদস্য সচিব তাঁর আওতাধীন ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের শূন্য (ডিলারবিহীন) ডিলার ইউনিটের তালিকা প্রস্তুত করে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় পেশ করে অনুমোদন সাপেক্ষে অনুচ্ছেদ-২ এর আলোকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উক্ত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত দরখাস্ত/আবেদনপত্র যথানিয়মে রেকর্ডভুক্ত করে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য

সংশ্লিষ্ট উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি আবেদনপত্রের তথ্যাদি সরেজমিন যাচাই করে মতামতসহ জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উপজেলা কমিটি হতে প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রতিটি ডিলার ইউনিটের বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনগুলোর মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীদের তালিকার অগ্রাধিকারক্রম প্রস্তুত করে মতামতসহ অনুচ্ছেদ-১০ ও উপ-অনুচ্ছেদ ৭.২ এ বর্ণিত সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি-এর নিকট প্রেরণ করবে।

৭.২ এ নীতিমালার আলোকে সার ডিলার নিয়োগ ও বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিআইসি, বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপযুক্ত প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে অনুচ্ছেদ-১০.০ অনুযায়ী গঠিত একটি কেন্দ্রীয় কমিটি (সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি) দায়িত্ব পালন করবে। উক্ত কমিটি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আবেদনপত্রসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিটি ডিলার ইউনিটের বিপরীতে যোগ্যতম ০১ (এক) জন ডিলার নির্বাচন করে চূড়ান্ত তালিকা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির পক্ষে সভাপতি (জেলা প্রশাসক) ও সদস্য-সচিব (উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর) অনুচ্ছেদ ৮.০ এ বর্ণিত শর্তাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ডিলার ইউনিটের বিপরীতে একজন ডিলার নিয়োগ করে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক লাইসেন্স প্রদান করবেন।

৭.৩ যাচাই-বাছাইকালে অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ

(ক) যদি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কোনো ডিলার ইউনিটের বিপরীতে কেবল একজন বাসিন্দা আবেদন করেন ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণে সফল হন, তবে তিনি নির্বাচিত হবেন;

(খ) যদি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের একাধিক বাসিন্দা কোনো ডিলার ইউনিটের বিপরীতে আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে- যার নিজস্ব গুদাম আছে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। যদি একাধিক আবেদনকারীর নিজস্ব গুদাম থাকে, তবে যার গুদামের আয়তন বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন;

(গ) যদি আবেদনকারী সকলেরই ভাড়া করা গুদাম থাকে অথবা নিজস্ব গুদামের আয়তন একই হয়, তবে যার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসায়ের পরিধি বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন;

(ঘ) ইউনিয়ন/পৌরসভার বাইরের আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা থেকে নিকটতম স্থানের বাসিন্দা অগ্রাধিকার পাবেন। তারাও গুদামের মালিকানা ও আয়তন, ব্যবসার অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসার পরিধির ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার পাবেন; এবং

(ঙ) উপর্যুক্ত ধাপসমূহ অতিক্রম করেও যদি সমযোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক আবেদনকারী থাকে, তবে লটারির মাধ্যমে অগ্রাধিকারক্রম চূড়ান্ত করা যাবে।

৭.৪ প্রতিটি ইউনিয়নে ৬টি, পৌরসভায় ৬টি ও সিটি কর্পোরেশনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খুচরা বিক্রেতা নিয়োগ করা হবে। বিদ্যমান খুচরা বিক্রেতাদের বহাল রেখে ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় খুচরা বিক্রেতার শূন্য ইউনিটের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান করতে হবে। জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি খুচরা বিক্রেতা নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উক্ত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে প্রাপ্ত দরখাস্ত/আবেদনপত্র যথানিয়মে রেকর্ডভুক্ত করে যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামত প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে। উপজেলা কৃষি অফিসার আবেদনপত্রের তথ্যাদি সরেজমিন যাচাই করে মতামতসহ জেলা/ উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করবে। জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি পর্যালোচনা/যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাপ্ত আবেদনগুলোর মধ্যে যোগ্য আবেদনকারীদের নির্বাচন করবেন।

৮.০ জামানত ও চুক্তি সম্পাদন

৮.১ ডিলার হিসেবে প্রত্যেক নির্বাচিত আবেদনকারীকে চুক্তি সম্পাদনের ০২ (দুই) মাসের মধ্যে আবশ্যিকভাবে সার ব্যবস্থাপনা আইন ও সার ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুসারে সার সংরক্ষণ, বিতরণ, বিপণন, পরিবহন ইত্যাদি কাজের জন্য স্ব-স্ব জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপভাবে, প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতাগণকেও সার ব্যবস্থাপনা আইন ও সার ব্যবস্থাপনা বিধিমালা অনুসারে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হবে;

৮.২ ডিলার হিসেবে নিয়োগ প্রত্যাশী প্রত্যেক নির্বাচিত আবেদনকারী স্থায়ী জামানত/ নিরাপত্তা জামানত জমা প্রদানের বিষয় অবহিত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট-এর মাধ্যমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি'র অনুকূলে ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা নিরাপত্তা জামানত হিসেবে জমা দিবেন। তবে নির্দিষ্ট ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে জামানতের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র

বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ প্রদত্ত ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকার পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে। জামানত প্রাপ্তির পর মনোনীত আবেদনকারীকে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের সঙ্গে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ডিলারশিপ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে [পরিশিষ্ট-৩]। অনুরূপভাবে, নিয়োগকৃত খুচরা বিক্রেতাগণকে উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুকূলে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নিরাপত্তা জামানত প্রদান করতে হবে;

৮.৩ উক্তরূপে মনোনয়নপ্রাপ্ত ডিলার নির্ধারিত শর্তাবলি পালন করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অংগীকারনামা সশরীরে উপস্থিত হয়ে স্বাক্ষরপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি (জেলা প্রশাসক) বরাবর দাখিল করবেন; এবং

৮.৪ ডিলারশিপ/ যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড (পরিশিষ্ট-৪) প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার/ খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক পেশকৃত কাগজপত্রে কোনো প্রকার অসত্যতা প্রমাণিত হলে ডিলারশিপ/ যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলার/ খুচরা বিক্রেতা কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদুপরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রতারণার দায়ে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারবে।

৯.০ সার ডিলারশিপ ও খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড নবায়ন

৯.১ নিয়োগপ্রাপ্ত সকল ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাকে নিয়োগের পরবর্তী প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর ডিলারশিপ বা খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড নবায়ন করতে হবে। তবে অর্থবছরের যে সময়েই নতুন ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা নিয়োগ প্রদান করা হোক না কেন, পরবর্তী অর্থবছরের জুন মাসে তার মেয়াদ ২ (দুই) বছর পূর্ণ হয়েছে বিবেচনায় অন্যান্য ডিলার ও খুচরা বিক্রেতার সঙ্গে নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। উক্তরূপে ডিলারশিপ/ খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ডের মেয়াদ ৩০ (ত্রিশ) জুনে উত্তীর্ণ হওয়ার ২ (দুই) মাস পূর্বে (এপ্রিল মাসে) নবায়নের আবেদন দাখিল করতে হবে। ডিলারদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বরাবর নবায়নের আবেদন করতে হবে। আবেদনের সংগে নবায়ন ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে। তবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফিসহ মোট ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদান সাপেক্ষে নবায়নের আবেদনের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে। এর পরে আর কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। খুচরা বিক্রেতাগণও একই সময়ে আইডি কার্ড নবায়নের আবেদন করবেন। নবায়নের আবেদন প্রযোজ্য ক্ষেত্র অনুযায়ী জেলা/উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবরে দাখিল করতে হবে। খুচরা বিক্রেতাগণকে আবেদনের সংগে নবায়ন ফি বাবদ ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা (অফেরতযোগ্য) জমা দিতে হবে। তবে ২০০/- (দুইশত) টাকা বিলম্ব ফিসহ মোট ৭০০/- (সাতশত) টাকা প্রদান সাপেক্ষে নবায়নের আবেদনের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে। এর পরে আর কোনো আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। ডিলারশীপ বা খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড নবায়নের আবেদনের মেয়াদের শেষ তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নবায়নের আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে;

৯.২ বাৎসরিক পারফরম্যান্স রিপোর্টের ভিত্তিতে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সন্তোষজনক ডিলারদের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে ডিলারশিপ নবায়ন করবে। বাৎসরিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে (পরিশিষ্ট-৯) প্রতিবার নবায়নের সময় খুচরা বিক্রেতাগণকে নতুন করে পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে;

৯.৩ বিদ্যমান ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের ডিলারশীপ ও আইডি কার্ড নবায়নের সময় এ নীতিমালা অনুযায়ী নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে;

৯.৪ নবায়নের সময় ডিলারকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে এবং ডিলারশিপ সনদের কপি, পূর্বের নবায়নের কপি, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স ও আয়কর সনদ জমা দিতে হবে;

৯.৫ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নবায়ন করতে ব্যর্থ হলে ডিলারশিপ/ যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড সাময়িকভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে;

৯.৬ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি তার জেলাধীন সার ডিলারদের হালনাগাদ তালিকা প্রতিবছর ৩০ জুনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েবসাইটে ও দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি, বিএডিসি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবে। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডিলারদের তালিকা সমন্বিত আকারে ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন; এবং

৯.৭ জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি তার আওতাধীন খুচরা বিক্রেতাদের হালনাগাদ তালিকা প্রতিবছর ৩০ জুন তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা/ উপজেলার ওয়েবসাইটে ও দপ্তরের নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি, বিএডিসি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন।

১০.০ সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি

১. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সভাপতি
২. অতিরিক্ত সচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ঢাকা	সদস্য
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন (বিসিআইসি), ঢাকা	সদস্য
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা	সদস্য
৬. প্রতিনিধি (যুগ্মসচিবের নিম্নে নয়), শিল্প মন্ত্রণালয়, শিল্প ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা	সদস্য
৭. যুগ্মসচিব (সার ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য সচিব

সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) নতুন সার ডিলার নিয়োগ/ বাতিলের ক্ষেত্রে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান;

(খ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সুপারিশের ভিত্তিতে ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ;

(গ) সার ডিলার সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;

(ঘ) সার ডিলার ব্যবস্থাপনায় কৃষি মন্ত্রণালয়কে লিখিত পরামর্শ প্রদান; এবং

(ঙ) কমিটি প্রয়োজনবোধে সভা আহবান করবে।

১১.০ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

প্রতিটি জেলায় সারের সরবরাহ, উত্তোলন/গুদামজাতকরণ, বিক্রয়, মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ, সার ডিলার বাছাই, ডিলারদের কার্যকলাপ মূল্যায়ন অর্থাৎ সার্বিক সার পরিস্থিতি মনিটরিং করার জন্য জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হবে:

১. জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২ পুলিশ সুপার	সদস্য
৩. অধিনায়ক, বিজিবি-এর সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়ন (সীমান্তবর্তী জেলার জন্য)	সদস্য
৪. জেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৫. জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৬. মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের জেলা প্রধান	সদস্য
৭. যুগ্মপরিচালক (সার), বিএডিসি	সদস্য
৮. উপপরিচালক (বীজ বিপণন), বিএডিসি	সদস্য
৯. বাফার গুদাম ইনচার্জ, বিসিআইসি	সদস্য
১০. জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন কৃষক প্রতিনিধি	সদস্য
১১. জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	সদস্য
১২. জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন গণ্যমান্য সমাজসেবী	সদস্য
১৩. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) ডিলার নিয়োগের সুপারিশ, মৃত্যু ও অসুস্থতাজনিত কারণে মালিকানা হস্তান্তরপূর্বক চুক্তি সম্পাদন, মন্ত্রণালয় থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বরাদ্দকৃত সারসহ জেলার সার্বিক সার পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়াদি, অর্থাৎ সরবরাহ, উত্তোলন ও আগমন নিশ্চিতকরণ, প্রত্যয়নপত্র প্রদান, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ডিলারদের গুদামে গুদামজাতকরণ

পর্যবেক্ষণ, বিক্রয় ও মূল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং ডিলারশিপ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা ইত্যাদি। তাছাড়া, কমিটির সভার কার্যবিবরণী নিয়মিতভাবে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি এবং বিএডিসি-এর নিকট প্রেরণ;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(গ) উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে নিযুক্ত সার ডিলারদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে **(পরিশিষ্ট-৮)** মাসিক একীভূত মূল্যায়ন প্রতিবেদন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;

(ঘ) উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে উত্তোলনের পর সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক সম্পূর্ণ সার বা তার অংশবিশেষ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে নিজ মালিকানা/ভাড়ায় নির্ধারিত গুদামে না নিয়ে মিল গেটে/বাফার গুদামের বাইরে বা পথিমধ্যে বিক্রি করা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখাসহ ডিলার চুক্তিনামায় বর্ণিত শর্তের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) জেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম বিষয়ক পাক্ষিক প্রতিবেদন (সময়সহ) মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরণ;

(চ) সার সরবরাহকারী কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে প্রাপ্ত চালানের পরিপ্রেক্ষিতে বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং;

(ছ) সার সরবরাহ ও মজুতে কোনো উপজেলায় ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃউপজেলায় স্থানান্তর/সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা ও চাহিদা মোতাবেক পুনঃবরাদ্দ প্রদান;

(জ) কৃষকদের নাগালের মধ্যে সার রাখার নিমিত্ত বা সার বিতরণ সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঝ) কোনো ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য বা অভিযোগ পাওয়া গেলে এবং তদন্ত সাপেক্ষে ডিলার দোষী প্রমাণিত হলে তার ডিলারশিপ স্থগিত করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ঞ) কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে উপজেলাভিত্তিক সার বরাদ্দ প্রদান করা না হলে উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রদান। তবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কোনো অবস্থাতেই জেলার কোনো প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো ইউরিয়া বা নন-ইউরিয়া সার বরাদ্দ/উপ-বরাদ্দ করতে পারবে না;

(ট) ডিলারশীপ নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ:

(ঠ) বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(ড) ডিলারের মৃত্যু বা অক্ষমতাজনিত কারণে ডিলারশীপ হস্তানতর কার্যক্রম সম্পাদন;

(ঢ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার খুচরা বিক্রেতার নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, নিয়োগ অনুমোদন, জামানত গ্রহণ এবং তফসিলী ব্যাংকে "জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জামানত তহবিল" শীর্ষক একটি হিসাব খুলে তাতে জামানতের টাকা জমা দান ও জামানত কাল শেষে দায় ব্যতীত অবশিষ্টাংশ ফেরত প্রদান;

(ণ) সিটি কর্পোরেশন এলাকার ডিলার অধিক্ষেত্রের এলাকাভুক্ত সুবিধাজনক স্থানসমূহে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন;

(ত) সিটি কর্পোরেশন এলাকার খুচরা বিক্রেতার অনুকূলে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(থ) খুচরা বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা তদন্ত করা এবং তদন্ত প্রতিবেদন জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ।

(দ) সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতাগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার জামানত বাজেয়াপ্তকরণ। পাশাপাশি তার আইডি কার্ড বাতিলসহ খুচরা বিক্রেতার নিয়োগও বাতিলকরণ। একইসাথে ফৌজদারি অপরাধের কারণে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ধ) খুচরা বিক্রেতা কোন ডিলারের নিকট থেকে কী পরিমাণ সার, কোন তারিখে ক্রয় করেছে তা ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-৬) এবং কৃষকের নিকট বিক্রয় রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-৭) লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা মনিটরিং করা;

(ন) খুচরা বিক্রেতার নিয়োগ ও নবায়ন; এবং

(প) নিয়োগ নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের পর জুন মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলাধীন সকল সার খুচরা বিক্রেতার হালনাগাদ তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েবসাইটে ও দপ্তরের নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি, বিএডিসি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ।

১২.০ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

উপজেলাধীন প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার ও বীজ পরিস্থিতি মনিটরিং করার লক্ষ্যে নিম্নোক্তভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি গঠিত হবে-

১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
২. উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য
৩. উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য
৪. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	সদস্য
৫. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর প্রতিনিধি (সীমান্তবর্তী উপজেলার জন্য)	সদস্য
৬. বিএডিসি-এর উপজেলাস্থ বীজ/সার সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধি	সদস্য
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন কৃষক প্রতিনিধি	সদস্য
৮. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি	সদস্য
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যবসায়ী প্রতিনিধি	সদস্য
১০. উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য সচিব

উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি

(ক) ডিলার নিয়োগের নিমিত্ত জেলা থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক মতামতসহ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ;

(খ) ইউনিয়ন/পৌরসভার আবাদযোগ্য ফসলভিত্তিক জমির ভিত্তিতে সারের চাহিদা প্রণয়ন;

(গ) ডিলার কর্তৃক উত্তোলিত সার ইউনিয়ন/পৌরসভার সংশ্লিষ্ট ডিলার ইউনিট (কার্য এলাকায়) পর্যায়ে পৌঁছানো নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের নিকট সার সরবরাহ নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) সারের অপপ্রয়োগ/অপব্যবহার রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভার সার বিতরণ কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য প্রয়োজনে উপজেলা পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে ট্যাগ অফিসার হিসেবে নিয়োগ প্রদান;

(ছ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জৈব ও অন্যান্য সার প্রস্তুতকারীদের কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়ন করা এবং প্রস্তুতকৃত উক্ত সার ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে বিতরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

(জ) ডিলারদের সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং ডিলারদের কার্যক্রমে কোনো ব্যর্থতা/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে ডিলারশিপ চুক্তির শর্তের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

(ঝ) উপজেলার মোট সার প্রাপ্তি, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন ইউনিয়নসমূহ হতে (সময়সহ) সংগ্রহপূর্বক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট প্রেরণ;

(ঞ) সার সরবরাহ ও মজুতে কোনো ইউনিয়নে/পৌরসভায় ঘাটতির কোনো সম্ভাবনা দেখা দিলে আন্তঃইউনিয়ন/পৌরসভার মধ্যে স্থানান্তর/সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা;

(ট) উপজেলাস্থ ইউনিয়নসমূহের সারের চাহিদার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য থাকলে বছরের শুরুতেই মাসভিত্তিক (১২ মাসের) সারের চাহিদা বা চাহিদার অনুপাত নির্ধারণ করে দেওয়া;

(ঠ) কৃষকদের মধ্যে যথাসময়ে নির্ধারিত মূল্যে সার সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ড) উপজেলায় বীজ মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(ঢ) ইউনিয়ন/ পৌরসভা এলাকার খুচরা বিক্রেতার নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, নিয়োগ অনুমোদন, জামানত গ্রহণ এবং তফসিলী ব্যাংকে "উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি জামানত তহবিল" শীর্ষক একটি হিসাব খুলে তাতে জামানতের টাকা জমা দান ও জামানত কাল শেষে দায় ব্যতীত অবশিষ্টাংশ ফেরত প্রদান;

(ণ) ইউনিয়ন/ পৌরসভা এলাকার ডিলার অধিক্ষেত্রের এলাকাভুক্ত সুবিধাজনক স্থানসমূহে খুচরা বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন;

(ত) খুচরা বিক্রেতার অনুকূলে আইডি কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা;

(থ) খুচরা বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে তা তদন্ত করা এবং তদন্ত প্রতিবেদন উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা এবং আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(দ) ইউনিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে ডিলার কর্তৃক মনোনীত সার খুচরা বিক্রেতাগণের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তার জামানত বাজেয়াপ্তকরণ। পাশাপাশি তার আইডি কার্ড বাতিলসহ খুচরা বিক্রেতার নিয়োগও বাতিলকরণ। একইসাথে ফৌজদারি অপরাধের কারণে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ধ) খুচরা বিক্রেতা কোন ডিলারের নিকট থেকে কী পরিমাণ সার, কোন তারিখে ক্রয় করেছে তা ডিলার কর্তৃক খুচরা বিক্রেতার রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-৬) এবং কৃষকের নিকট বিক্রয় রেজিস্টারে (পরিশিষ্ট-৭) লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা মনিটরিং করা;

(ন) খুচরা বিক্রেতার আইডি /নিয়োগ নবায়ন; এবং

(প) নিয়োগ নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নের পর ডিসেম্বরের মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলাধীন সকল সার খুচরা বিক্রেতার হালনাগাদ তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলার ওয়েবসাইটে ও দপ্তরের নোটিশবোর্ডে প্রকাশ করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিসিআইসি, বিএডিসি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ।

১৩.০ সার উত্তোলনের পদ্ধতি

১৩.১ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত প্রত্যেক ডিলারকে তার অধিক্ষেত্রের অনুমোদিত মাসিক চাহিদার ভিত্তিতে সার বরাদ্দ প্রদান করা হবে;

১৩.২ সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/বেসরকারি আমদানিকারক সার সরবরাহের চালানের কপি ই-মেইলে এবং ডিলারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি/সদস্যসচিব এর নিকট প্রেরণ করবে;

১৩.৩ জেলায় সার পরিবহণের সুবিধার্থে নিকটতম কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম থেকে সার সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩.৪ জেলার বাফার গুদাম থেকে ডিলারদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সার সরবরাহ করা হবে। কারখানায় উৎপাদিত ও আমদানিকৃত সার সরাসরি বিসিআইসি/বিএডিসি কর্তৃক পরিবহণ করে বাফার গুদামে গুদামজাত করতে হবে। তবে, বাফার গুদাম না হওয়া পর্যন্ত (নির্মাণ বা ভাড়ায়) ১৪.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে;

১৩.৫ ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের চাহিদা অনুসারে সারের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ডিলার ব্যতীত উত্তোলিত সার অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে রোধ করার জন্য ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সার ডিলার নিজেই উত্তোলন করবেন অথবা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে একজনকে উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে ডিলার উক্ত মনোনীত প্রতিনিধির ছবি প্রত্যয়নপূর্বক লিখিতভাবে এই উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবেন এবং উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা উক্ত ক্ষমতাপত্রে প্রতিস্বাক্ষর করবেন;

১৩.৬ প্রত্যেক ডিলার তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দকৃত সারের নির্ধারিত মূল্য জমা প্রদানপূর্বক সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম হতে যথাসময়ে সার উত্তোলন করে স্ব-স্ব ইউনিয়ন/পৌরসভা/প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনে তার গুদামে পৌছানো নিশ্চিত করবেন। খুচরা বিক্রেতাগণ ডিলারের নিকট হতে সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার সংগ্রহ

করবেন এবং সরকার নির্ধারিত মূলে কৃষকের নিকট বিক্রয় করবেন। ডিলার হতে খুচরা বিক্রেতা পর্যায়ে সারের বিক্রয় মূল্য বিষয়ে সময় সময় পরিপত্র জারির মাধ্যমে সরকার নির্ধারণ করবে;

১৩.৭ সার স্ব-স্ব এলাকায় পৌঁছানোর পর ডিলারগণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসে বা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মনোনীত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার নিকট সারের আগমনী বার্তা (Arrival Report) দাখিল করবেন। উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার গুদাম পরিদর্শনপূর্বক ডিলারের সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে স্বাক্ষরসহ বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করবেন;

১৩.৮ ডিলারগণ পরবর্তী মাসের সার উত্তোলনের পূর্বেই পূর্ববর্তী মাসের উত্তোলনকৃত সার এলাকায় পৌঁছানো ও বিতরণ সংক্রান্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র সংশ্লিষ্ট কারখানা/বাফার গুদাম/মোকাম কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। অনুচ্ছেদ ১৩.৬ অনুযায়ী কোনো মাসের সার উত্তোলন না করলে তার পূর্ববর্তী মাসের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে। উক্ত প্রত্যয়নপত্র জমা প্রদান করা না হলে সংশ্লিষ্ট মাসের সার সরবরাহ বন্ধ থাকবে এবং এ জন্য এলাকায় সারের কোনো সংকট সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট ডিলারগণ দায়ী থাকবেন। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে উক্ত সার ইউনিয়নের অপর ডিলারকে বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। বিসিআইসি/বিএডিসি বা বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক উৎপাদিত/ আমদানিকৃত সারের জন্যে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ডিলারকে সারের মূল্য কারখানা/বাফার গোডাউন/ মোকামে জমাপূর্বক সার উত্তোলন করতে হবে। তবে ডিলারকে প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখের পূর্বেই সার উত্তোলনপূর্বক কৃষকদের নিকট বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং বিএডিসি/বিসিআইসি/বেসরকারি আমদানিকারক সে মোতাবেক সারের মূল্য গ্রহণ ও সরবরাহ নিশ্চিত করবে।;

১৩.৯ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশের ভিত্তিতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক কোটার ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি, এমওপি ইত্যাদি সার বিসিআইসি/বিএডিসি/বেসরকারি আমদানিকারণগণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করবে;

১৩.১০ ইউনিয়ন/পৌরসভার ডিলারশিপের মালিকের মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কোন কারণে ডিলারশিপ শূন্য হলে অনুচ্ছেদ-১৭.৫ ও ১৭.৬ এর আলোকে সাময়িক ডিলারশিপ প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে একই ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী ওয়ার্ডের ডিলারকে ঐ ডিলার ইউনিটের বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। একইভাবে সিটি কর্পোরেশনের কোনো ডিলারশিপের মালিকের মৃত্যুজনিত অথবা অন্য কোন কারণে ডিলারশিপ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে একই সিটি কর্পোরেশনের অন্যান্য ডিলারকে উক্ত ডিলারের বিপরীতে বরাদ্দযোগ্য সার উত্তোলন ও বিতরণের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে;

১৩.১১ খুচরা বিক্রেতা সাধারণভাবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের জন্য নির্ধারিত ডিলারের কাছ থেকে সার ক্রয় করবেন। তবে ঐ ডিলারের কাছে পর্যাপ্ত সার মজুদ না থাকলে উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদনক্রমে তার অনুকূলে ইস্যুকৃত আইডি কার্ডের মাধ্যমে ইউনিয়ন/উপজেলার অন্য কোন ডিলারের কাছ থেকে সার ক্রয় করতে পারবেন।

১৪.০ বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা

১৪.১ কৃষকদের মাঝে যথাসময়ে সার সরবরাহের লক্ষ্যে প্রত্যেক সার ডিলার ইউনিটের আওতায় ০৩ (তিন)টি করে বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে। ০১ টি বিক্রয় কেন্দ্র ডিলার নিজে পরিচালনা করবেন ও অপর দুইটি বিক্রয় কেন্দ্র জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক নিয়োগকৃত খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে ডিলারের মূল গুদাম যে ওয়ার্ডে অবস্থিত সেখানে নিজে ০১ (এক)টি এবং অপর দুটি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে (উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী) খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে পরিচালনার জন্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে ০১ (এক)টি করে মোট ০২টি সার বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে নিযুক্ত সার ডিলারগণও একইভাবে কৃষকদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ০১ টি নিজে এবং অপর দুটি ওয়ার্ডের সুবিধাজনক স্থানে (উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী) খুচরা বিক্রেতার মাধ্যমে পরিচালনার জন্যে প্রতিটি ওয়ার্ডে ০১ (এক)টি করে মোট ০২টি সার বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা হবে;

১৪.২ বস্তাবন্দি সার যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য বিক্রয়কেন্দ্রের ভিটি স্বাভাবিক বন্যাসীমার চেয়ে উঁচু ও পাকা থাকতে হবেঃ তবে, শর্ত থাকে যে, খাবারের দোকান/রেস্টুরেন্ট, গো-খাদ্য, মাছের খাবার, সবজি দোকান-এর পাশে সার বিক্রয়কেন্দ্র করা যাবে না এবং একই বিক্রয়কেন্দ্রে সারের সংগে বীজ সংরক্ষণ করা যাবে না;

১৪.৩ প্রত্যেক ডিলার ও খুচরা বিক্রেতার আওতাধীন প্রতিটি বিক্রয় কেন্দ্রে দর্শন যোগ্য স্থানে সারের নাম, মজুদ, বিক্রয় মূল্য ইত্যাদি তথ্য সংম্বিলত সাইন বোর্ড স্থাপন করতে হবে; এবং

১৪.৪ খুচরা বিক্রেতাকে উপজেলা কৃষি অফিস/ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে একটি আইডি কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। আইডি কার্ড সংগ্রহের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক এবং দুই কপি স্ট্যাম্প আকৃতির ছবিসহ "সভাপতি, উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি" বরাবর আবেদন পত্র উপজেলা কৃষি অফিস/ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবরে জমা প্রদান করতে হবে। আইডি কার্ডের জন্য নির্ধারিত ফি ৩০০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে। উক্ত ফি'র অর্থ সরকারি কোষাগারে কৃষি মন্ত্রণালয়ের 'বিবিধ রাজস্ব ও প্রাপ্তি' খাতে ১-৪৩০১-০০০১-২৬৮১ কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সার ডিলারের মনোনীত খুচরা বিক্রেতাগণের নিয়োগ উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি অনুমোদন করবে।

১৫.০ কৃষক পর্যায়ে সার বিতরণ প্রক্রিয়া

১৫.১ ডিলার নিজে এবং জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে নিযুক্ত খুচরা বিক্রেতা তাদের আওতাধীন বিক্রয় কেন্দ্র থেকে কৃষকের নিকট সার বিক্রয় করবেন;

১৫.২ প্রত্যেক ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা একটি সার উত্তোলন রেজিস্টারে মাসের বরাদ্দকৃত ও উত্তোলনকৃত সারের তথ্যাবলি নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-৫) লিপিবদ্ধ করবে;

১৫.৩ কৃষক 'ডিলার বা খুচরা বিক্রেতার' নিকট থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার ক্রয় করতে পারবে;

১৫.৪ ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা অনুমোদিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হতে সার সংগ্রহ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না;

১৫.৫ ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা নির্ধারিত ক্যাশ মেমোর মাধ্যমে সার বিক্রয় করবে। ক্যাশ মেমোতে ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখতে হবে এবং ক্রেতার স্বাক্ষর নিতে হবে। এছাড়া দৈনিক সার বিক্রয় রেজিস্টারে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণ করবেন;

১৫.৬ সার ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তদারকি কর্তৃপক্ষ, সার পরিদর্শক ও সার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের যে কোন কর্মকর্তার কাছে সার বিষয়ক যাবতীয় তথ্য চাহিবা মাত্র উপস্থাপনে বাধ্য থাকবেন ও সহযোগিতা করবেন;

১৫.৭ এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় হস্তান্তরযোগ্য নয়। তবে, জরুরি প্রয়োজনে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় স্থানান্তর করা যাবে। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এক উপজেলার চাহিদা পূরণে অপর উপজেলা থেকে সার হস্তান্তরের নির্দেশনা প্রদান ব্যতীত কোনো ডিলার সার হস্তান্তর করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে উপজেলা কৃষি অফিসার/অতিরিক্ত কৃষি অফিসার/কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কর্তৃক বরাদ্দ স্থগিত করে ডিলারশিপ বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির নিকট সুনির্দিষ্ট মতামতসহ প্রস্তাব প্রেরণ করবে;

১৫.৮ কোনো ডিলারের কোনো নির্দিষ্ট মাসে সার উত্তোলন না করার অভিপ্রায় থাকলে পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে উপজেলা কৃষি অফিসারকে জানাতে হবে। উপজেলা কৃষি অফিসার তা উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদনক্রমে অন্য ডিলারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করবেন; এবং

১৫.৯ ডিলার নিজ বিক্রয় কেন্দ্র হতে বা ডিলারদের নিকট হতে সার সংগ্রহ করে খুচরা বিক্রেতাগণ কৃষকের নিকট সরাসরি সার বিক্রয় করবেন। খুচরা বিক্রেতা হিসেবে আইডি কার্ড গ্রহণ ছাড়া কেহ খুচরা সার বিক্রয় করতে পারবেন না। এক উপজেলার জন্য বরাদ্দকৃত সার অন্য উপজেলায় স্থানান্তর যোগ্য নয়। তবে জরুরি প্রয়োজনে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে অন্য উপজেলায় স্থানান্তর করা যাবে।

১৬.০ অভিযোগ বা চুক্তিভঙ্গের কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

১৬.১ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর/উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার সার ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ বা চুক্তিভঙ্গের কারণে ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করলে অথবা অন্য কোনো সূত্র থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ প্রমাণিত হলে, তা জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভায় পেশ করতে হবে। এভাবে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল ব্যতীত অন্য কোনোরূপ শাস্তির (ডিলারশিপ/ বরাদ্দ স্থগিত ইত্যাদি) সুপারিশ করা হলে তা ডিলারকে পত্র মারফত অবহিত করতে হবে। তবে, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশ করলে তা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। সার ডিলার সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির উক্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করে এক মাসের মধ্যে চূড়ান্ত নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত প্রদানপূর্বক জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে অবহিত করবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি উক্ত চূড়ান্ত নির্দেশনা লিখিতভাবে ডিলারকে অবহিত করবে। তবে জেলা কমিটি এ ধরণের কোনো সুপারিশ প্রণয়ণের পূর্বে অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ডিলারকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করবে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬.২ একই অর্থবছরে পরপর দুইবার কিংবা সমগ্র অর্থবছরে মোট ৩ (তিন) বার মাসিক বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে জেলা সার ও বীজ মনিটিরিং কমিটি অভিযুক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশিপ বাতিল করতে পারবে। এক্ষেত্রে ১৬.১ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না; এবং

১৬.৩ তদারকি কর্তৃপক্ষ ডিলার কর্তৃক সংগঠিত কোনো অনিয়ম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলে বা ডিলার, কর্তৃপক্ষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা কর্তৃপক্ষ আমলে নিলে ডিলারের ডিলারশিপ ও বরাদ্দ স্থগিত করা, বিক্রয় বন্ধ রাখা, সর্তক করে দেয়াসহ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। উক্ত ডিলারের বিরুদ্ধে গৃহীত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটিকে অবহিত করতে হবে। ডিলারশিপ স্থগিতের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি অথবা অনুচ্ছেদ ১৬.১ অনুসরণে ডিলারশিপ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় স্থগিতাদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৬.৪ খুচরা বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে বা কোনো অনিয়ম প্রত্যক্ষ করলে জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি বিষয়টি ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত করবেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড বাতিল, জামানত বাজেয়াপ্তসহ ক্ষেত্রমতে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.০ ডিলারশিপ ও খুচরা বিক্রেতা আইডি কার্ড প্রত্যাহার/বাতিল/হস্তান্তর এবং সাময়িক ডিলারশিপ প্রদান

১৭.১ বাৎসরিক চুক্তির সমাপ্তিতে পারফরম্যান্স প্রতিবেদনের বিবেচনায় পুনঃনবায়ন না হলে ডিলারশিপের অবসান ঘটবে। কর্তৃপক্ষ বা ডিলার, যে কোনো পক্ষ ৩ (তিন) মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে ডিলারশিপের অবসান করতে পারবে। এছাড়া সার বিতরণ ও ডিলার নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে যেকোনো সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করেন। এসকল ক্ষেত্রে ১৬.১-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না;

১৭.২ আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো অসুবিধার কারণে ডিলার যদি ব্যবসা পরিচালনায় অসমর্থ হন বা ডিলারশিপ সমর্পণ করতে চায়, তবে ডিলার সংশ্লিষ্ট উপজেলার কৃষি অফিসারের মাধ্যমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবরে আবেদন করে ডিলারশিপ সমর্পন করতে পারবে। ডিলারের আবেদনের ভিত্তিতে যাবতীয় পাওনা (যদি থাকে) কর্তনপূর্বক জামানতের অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে। ডিলারশিপ একবার সমর্পণ বা প্রত্যাহার করা হলে তা পুনরায় চালু বা পুনর্বহাল করার কোনো সুযোগ থাকবে না;

১৭.৩ কোনো ব্যক্তি একটির বেশি ডিলারশিপের জন্য যোগ্য হবেন না। ডিলারশিপ অনুমোদনের পর এ ধরনের কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হলে জামানতসহ তাঁর সকল ডিলারশিপ বাতিল হবে;

১৭.৪ চুক্তিভঙ্গের কারণ ঘটলে ডিলারশিপ বাতিল করা হবে ও সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা যাবে;

১৭.৫ ডিলারের মৃত্যু বা অক্ষমতাজনিত কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্য হতে সকলের সম্মতিতে একজন অনুচ্ছেদ ৫.২(চ) অনুযায়ী সাময়িক ডিলারশিপ পরিচালনার আবেদন করতে পারবে। জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়া সার ডিলারশিপ হস্তান্তর বা মালিকানা পরিবর্তন করা যাবে না;

১৭.৬ সাধারণভাবে ডিলারশিপ হস্তান্তরযোগ্য হবে না। তবে, ডিলারের মৃত্যু ঘটলে অথবা ডিলার গুরুতর অসুস্থ অথবা শারীরিকভাবে অক্ষম অথবা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লে অনুচ্ছেদ ১৩.১০ অনুযায়ী সাময়িক ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদন বিবেচনা করা যাবে। গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হওয়ার স্বপক্ষে জেলার সিভিল সার্জন বা মেডিক্যাল বোর্ডের মূল সনদ সংযুক্ত থাকতে হবে। সাময়িক ডিলারশিপের আবেদন মঞ্জুরের পর ৬ (ছয়) মাস তার ডিলারশিপের পারফরম্যান্স পরীক্ষান্তে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি সন্তোষজনক মনে করলে তার ডিলারশিপ হস্তান্তর অনুমোদন করবে। অপরদিকে সন্তোষজনক মনে না করলে সেক্ষেত্রে নতুন ডিলার নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৭.৭ খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড হস্তান্তরযোগ্য হবে না। খুচরা বিক্রেতার মৃত্যু ঘটলে অথবা গুরুতর অসুস্থ অথবা শারীরিকভাবে অক্ষম অথবা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লে তার আইডি কার্ড বাতিল হবে এবং জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি নতুন নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত জেলা/ উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে নিয়োজিত ডিলার খুচরা বিক্রেতার অন্তবর্তীকালীন দায়িত্বপালন করবেন।

১৭.৮ বাৎসরিক চুক্তির সমাপ্তিতে পারফরম্যান্স বিবেচনায় পুনঃনবায়ন না হলে খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড বাতিল হবে। কর্তৃপক্ষ বা খুচরা, যে কোনো পক্ষ ৩ (তিন) মাসের আগাম নোটিশ দিয়ে খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড বাতিল/সমার্পণ করতে পারবে। এছাড়া সার বিতরণ ও ডিলার নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে সরকার যে কোনো সংখ্যক বা সকল খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ড বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

১৮.০ নীতিমালার পরিধি

উৎপাদিত ও আমদানিকৃত ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি ও এমওপি সার এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্য যে-কোনো সারকে এ নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

১৯.০ নীতিমালার কার্যকারিতা

১৯.১ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬ অনতিবিলম্বে কার্যকর হবে। নীতিমালা জারির তারিখ থেকে এ নীতিমালায় উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৯.২ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬ কার্যকরের তারিখ হতে সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০০৯, বিএডিসি'র বীজ ডিলার হতে বিএডিসি-এর সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ পদ্ধতি এবং শর্তাবলি-২০১০, সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫, সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ (সংশোধিত) বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে ইতোপূর্বে জারিকৃত নীতিমালা/পদ্ধতি-এর আওতায় সম্পাদিত কাজ যথানিয়মে সম্পাদিত হয়েছে বলে গণ্য হবে। পূর্বের নীতিমালা ও পদ্ধতির আওতাধীন সময়ে ডিলারগণের কোনো বিষয়ে কার্যক্রম (প্রশাসনিক কিংবা আইনগত) চলমান থাকলে কিংবা উক্ত সময়ে কৃত কোনো বিরোধ অনিষ্পন্ন থাকলে, তা একই (পূর্বের) নীতিমালা ও পদ্ধতির আলোকে নিষ্পত্তি করা যাবে। আরো উল্লেখ্য যে, ডিলার বা আবেদনকারী কর্তৃক এই নীতিমালা জারির পূর্বে সরকারের বিরুদ্ধে রিট পিটিশনসহ অন্যান্য দায়েরকৃত মামলা অনিষ্পন্ন থাকলে তা প্রত্যাহার বা নিষ্পত্তি সাপেক্ষে উক্ত আবেদন বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যাহারকৃত বা নিষ্পত্তিকৃত মামলার তথ্যাদি সংযুক্ত করে ডিলার বা আবেদনকারী কর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা অনিষ্পন্ন নেই মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) দাখিল করতে হবে। এ ছাড়াও সার সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকরী করে কৃষকের দোরগোড়ায় যথা সময়ে

সার সহজলভ্য করার স্বার্থে বিদ্যমান ডিলারের কার্যক্রম চলমান রেখে শূণ্য পদের পাশাপাশি ১ (এক) জন নতুন ডিলার নিয়োগ করা হবে। ইতোপূর্বে সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ এবং সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৫ (সংশোধিত) এর আওতায় গৃহীত আবেদনপত্রসমূহ সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা-২০২৬ এর আওতায় নিষ্পত্তি করা হবে।

২০.০ বিশেষ এখতিয়ার

এই নীতিমালার বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিপত্র জারি করার ক্ষমতা কৃষি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে।

২৭.০৮.২০২৬

(মোঃ সেলিম খান)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়

পরিশিষ্ট-১

ছবি

সার ডিলারশিপের জন্য আবেদন ফরম

---

১. ডিলার ইউনিটের তথ্য

- **ডিলার ইউনিটের নাম:**
- **কার্য এলাকা (ইউপি ওয়ার্ড/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট এলাকা):** ....

---

২. আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য

১. **আবেদনকারীর নাম:**...

২. **পিতার/স্বামীর নাম:**...

৩. **মাতার নাম:**...

৪. **জন্ম তারিখ:** .... **বয়স:** .... বছর

৫. **জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:** ....

৬. **স্থায়ী ঠিকানা:**
গ্রাম/মহল্লা: .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড: ....

৭. থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

৮. **বর্তমান ঠিকানা:**
গ্রাম/মহল্লা: .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

৯. **মোবাইল ফোন নম্বর:** .... **ই-মেইল এড্রেস:** ....

১০. **ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন):**...

---

৩. ব্যবসায়িক তথ্য

১. **বিক্রয়কেন্দ্রের ঠিকানা:**...

২. **গুদামের ঠিকানা:**...

৩. **গুদামের ধারণক্ষমতা:** .... মেট্রিক টন (ন্যূনতম ২৫ মেট্রিক টন)

৪. **গুদাম মালিকানা অবস্থা:** ☐ নিজস্ব ☐ ভাড়া

৫. **ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (হালনাগাদ):** .... ইস্যুর তারিখ: ....

৬. **ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ (ন্যূনতম ০৫ লক্ষ টাকা):** ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম:.....................................

৭. **কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সার সংরক্ষণ/বিতরণ/বিপণনের নিবন্ধন নম্বর:**

....

৮. **আবেদনকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:**...

....

....

---

৪. অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে)

পূর্বে সার/বীজ/কৃষি উপকরণ ব্যবসার অভিজ্ঞতা: ☐ আছে ☐ নেই

যদি থাকে, বিবরণ ও প্রমাণাদি:

....

....

....

---

৫. পরিবারের সদস্যদের তালিকা

ক্র. নং	নাম	আত্মীয়তার সম্পর্ক	বয়স	পেশা
১				
২				
৩				
৪				
৫				

নোট: পরিবারের সদস্য বলতে পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই-বোন বোঝানো হয়েছে।

---

৬. সংযুক্ত কাগজপত্রের তালিকা (যথাযথ ঘরে ✓ চিহ্ন দিন)

ক্র. নং	কাগজপত্রের নাম	সংযুক্ত	মন্তব্য
১	জাতীয় পরিচয়পত্র	☐	
২	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ	☐	
৩	পাসপোর্ট সাইজ ছবি (৪ কপি)	☐	
৪	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	☐	
৫	দোকান/গুদামের মালিকানা/ভাড়ার চুক্তিনামা	☐	
৬	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ	☐	
৭	হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সনদ	☐	
৮	পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ (যদি থাকে)	☐	
৯	আবেদন ফি (২০০০ টাকা) পোস্টাল/পে-অর্ডার/ডিডি	☐	
১০	আর্নেস্টমানি বাবদ ১০,০০০ টাকা পে-অর্ডার/ডিডি	☐	

৭. ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। কোনো তথ্য ভুয়া/জাল প্রমাণিত হলে তার দায়ভার আমি গ্রহণ করবো এবং কর্তৃপক্ষের যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিবো।

আবেদনকারীর নাম: ....

স্বাক্ষর: .... তারিখ: ....

৮. শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)

আবেদন গ্রহণের তারিখ: .... আবেদন নং: ....

আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্র যাচাই (গ্রহণকালীন) : ☐ সম্পূর্ণ ☐ অসম্পূর্ণ

মন্তব্য:

....

....

গ্রহণকারীর নাম ও পদবী: ....

স্বাক্ষর ও সীল: ....

ছবি

পরিশিষ্ট-২

খুচরা বিক্রেতার আইডি কার্ডের জন্য আবেদন ফরম

১. খুচরা বিক্রেতা ইউনিটের তথ্য

- **খুচরা বিক্রেতা ইউনিটের নাম:** ....
- **কার্য এলাকা (ইউপি ওয়ার্ড/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নির্দিষ্ট এলাকা):** ....
....

২. আবেদনকারীর ব্যক্তিগত তথ্য

১. আবেদনকারীর নাম: ....

২. পিতার/স্বামীর নাম: ....

৩. মাতার নাম: ....

৪. জন্ম তারিখ: .... **বয়স:** .... বছর

৫. জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ....

৬. স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা: .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা:....................................

৭. বর্তমান ঠিকানা:
গ্রাম/মহল্লা: .... ইউনিয়ন/ওয়ার্ড: ....
থানা/উপজেলা: .... জেলা: ....

৮. মোবাইল ফোন নম্বর: .... **ই-মেইল এড্রেস:** ....
৯. ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন):..

৩. ব্যবসায়িক তথ্য

১. বিক্রয় কেন্দ্রের ঠিকানা: ....

২. গুদামের ঠিকানা: ....

৩. গুদামের ধারণক্ষমতা: .... মেট্রিক টন (ন্যূনতম ৫ মেট্রিক টন)

৪. গুদাম মালিকানা অবস্থা: ☐ নিজস্ব ☐ ভাড়া

৫. ট্রেড লাইসেন্স নম্বর (হালনাগাদ): .... ইস্যুর তারিখ: ....
৬. ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ : ইস্যুকারী ব্যাংকের নাম: ....
৭. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে সার সংরক্ষণ/বিতরণ/বিপণনের নিবন্ধন নম্বর (যদি থাকে): ....
৮. আবেদনকারীর আর্থিক স্বচ্ছলতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:...
....

৪. অভিজ্ঞতার বিবরণ (যদি থাকে)

পূর্বে সার/বীজ/কৃষি উপকরণ ব্যবসার অভিজ্ঞতা: ☐ আছে ☐ নেই
যদি থাকে, বিবরণ ও প্রমাণাদি:

....

....

৫. পরিবারের সদস্যদের তালিকা

ক্র. নং	নাম	আত্মীয়তার সম্পর্ক	বয়স	পেশা
১				
২				
৩				
৪				
৫				

নোট: পরিবারের সদস্য বলতে পিতা, মাতা, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই-বোন বোঝানো হয়েছে।

৬. সংযুক্ত কাগজপত্রের তালিকা (যথাযথ ঘরে ✓ চিহ্ন দিন)

ক্র. নং	কাগজপত্রের নাম	সংযুক্ত	মন্তব্য
১	জাতীয় পরিচয়পত্র	☐	
২	স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ	☐	
৩	পাসপোর্ট সাইজ ছবি (৩ কপি)	☐	
৪	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স	☐	
৫	দোকান/গুদামের মালিকানা/ভাড়ার চুক্তিনামা	☐	
৬	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ	☐	
৭	হালনাগাদ আয়কর রিটার্ন দাখিলের সনদ	☐	
৮	পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ (যদি থাকে)	☐	
৯	আবেদন ফি (১০০০ টাকা) পোস্টাল/পে-অর্ডার/ডিডি	☐	

৭. ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, উপরে প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক ও সত্য। কোনো তথ্য ভুয়া/জাল প্রমাণিত হলে তার দায়ভার আমি গ্রহণ করবো এবং কর্তৃপক্ষের যেকোনো সিদ্ধান্ত মেনে নিবো।

আবেদনকারীর নাম: ....
স্বাক্ষর: .... তারিখ: ....

৮. শুধুমাত্র দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য

(অফিস কর্তৃক পূরণীয়)
আবেদন গ্রহণের তারিখ: .... আবেদন নং: ....
আবেদন ও সংযুক্ত কাগজপত্র যাচাই (গ্রহণকালীন) : ☐ সম্পূর্ণ ☐ অসম্পূর্ণ
মন্তব্য:

....

....

গ্রহণকারীর নাম ও পদবী: ....
স্বাক্ষর ও সীল: ....

সার ডিলারশিপ চুক্তিপত্র

চুক্তি নং: __________ তারিখ: __________ ইং

এই চুক্তিপত্রটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও জেলা প্রশাসক, _________ এবং সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, _________ (অতঃপর 'প্রথম পক্ষ' নামে অভিহিত) এবং ডিলার হিসেবে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ____________________ (অতঃপর 'দ্বিতীয় পক্ষ' নামে অভিহিত)-এর মধ্যে _________ সালের _________ তারিখে সম্পাদিত হলো।

প্রথম পক্ষের পরিচিতি

সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও জেলা প্রশাসক, _________ জেলা এবং সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি ও উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, _________ জেলা।

দ্বিতীয় পক্ষের পরিচিতি

নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম: ____________________;
পিতা/স্বামীর নাম : ____________________;
ব্যবসায়িক ঠিকানা : ____________________;
ডিলার ইউনিটের ঠিকানা: ____________________।

স্বত্বাধিকারী/প্রোপ্রাইটর: ____________________;
জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: ____________________;
মোবাইল : ____________________;
টিআইএন নম্বর : ____________________;

ডিলারশিপের মৌলিক তথ্য

১. ডিলারশিপের নাম	____________________
২. ডিলারের নাম/প্রতিষ্ঠান	____________________
৩. ডিলারশিপ এলাকা (ইউনিয়ন/ওয়ার্ড)	____________________
৪. উপজেলা ও জেলা	____________________
৫. অনুমোদিত গুদামের ঠিকানা	____________________
৬. অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রের ঠিকানা	____________________
৭. চুক্তির মেয়াদ	____________________
৮. জামানতের পরিমাণ	____________________
৯. ব্যাংক/পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের বিবরণ	____________________

যেহেতু, সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬-সহ পরবর্তী সংশোধন/পরিমার্জন, প্রযোজ্য আইন, বিধি, সরকারি আদেশ, পরিপত্র ও নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ডিলার ইউনিট এলাকায় সরকারি সার সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নির্ধারিত পদ্ধতিতে কৃষকের নিকট সরবরাহের উদ্দেশ্যে ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি দাখিল করে ডিলার নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যাচাই-বাছাই ও সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে তাঁকে ডিলার হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে;

এবং যেহেতু, দ্বিতীয় পক্ষ সার উত্তোলন, পরিবহন, সংরক্ষণ, মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণসহ সরকার কর্তৃক আরোপিত সকল শর্ত, বিধি ও নির্দেশনা পালন করার বিষয়ে অঙ্গীকার করেছেন;

অতএব, উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত শর্তাবলিতে এই চুক্তি সম্পাদন করিলাম।

চুক্তির শর্তাবলি

১. চুক্তির ভিত্তি: এই চুক্তি "সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা- ২০২৬", প্রযোজ্য আইন, বিধি, সরকারি আদেশ, পরিপত্র, নির্দেশনা, ডিলার নিয়োগের অনুমোদনপত্র এবং এই চুক্তির শর্তাবলির সমন্বয়ে পরিচালিত হবে। উক্ত নীতিমালা বা প্রযোজ্য সরকারি বিধান পরিবর্তিত হলে সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন এই চুক্তির ওপর প্রযোজ্য হবে।

২. মেয়াদ: এই চুক্তি __________ ইং তারিখ হতে __________ ইং তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। চুক্তির মেয়াদ শেষে ডিলারের কার্যক্রম, পারফরম্যান্স এবং প্রযোজ্য নীতিমালার শর্ত বিবেচনায় পুনঃনবায়ন করা যেতে পারে। নবায়ন স্বয়ংক্রিয় অধিকার হিসেবে গণ্য হবে না।

৩. নবায়ন ফি: ডিলারশিপ চুক্তি নবায়নের জন্য দ্বিতীয় পক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত নবায়ন ফি প্রদান করবেন। বিলম্বে আবেদন করা হলে প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত বিলম্ব ফি ও সময়সীমা অনুসরণ করতে হবে।

৪. জামানত ও চুক্তি সম্পাদন: দ্বিতীয় পক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত পরিমাণ জামানত প্রথম পক্ষের অনুকূলে তফসিলভুক্ত ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত পে-অর্ডার/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে জমা দেবেন। জামানত গ্রহণের পর নির্ধারিত স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র ও প্রযোজ্য অঙ্গীকারনামা স্বাক্ষর ও দাখিল করতে হবে।

৫. সারের মূল্য সম্পর্কে অবহিতকরণ: দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কার্যকর সরকার নির্ধারিত সারের মূল্যহার সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত/পরিবর্তিত মূল্যহার অনুসরণ করতে সম্মত থাকবেন।

৬. সারের মূল্য পরিবর্তন: সরকার কর্তৃক সারের মূল্য পরিবর্তিত হলে সংশ্লিষ্ট সরকারি আদেশ/নির্দেশনা অনুযায়ী পরিবর্তিত মূল্য কার্যকর হবে।

৭. বরাদ্দ: সারের প্রাপ্যতা, সরকারি সিদ্ধান্ত, চাহিদা, কৃষি উৎপাদন পরিস্থিতি এবং প্রযোজ্য নীতিমালা সাপেক্ষে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের অনুকূলে বরাদ্দপত্র জারি করবেন। বরাদ্দের পরিমাণ প্রয়োজন অনুযায়ী কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে।

৮. বরাদ্দপত্র: বরাদ্দপত্রে সারের ধরন, পরিমাণ, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, উত্তোলনের স্থান ও সময়সীমা, মূল্য পরিশোধের পদ্ধতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ থাকবে। বরাদ্দপত্র এই চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৯. মূল্য পরিশোধ: বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দকৃত সারের পূর্ণ মূল্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার বা সরকার অনুমোদিত অন্য কোন পদ্ধতিতে পরিশোধ করবেন।

১০. মূল্য সমন্বয়: দ্বিতীয় পক্ষের জমাকৃত অর্থ প্রকৃত হিসাবকৃত মূল্যের চেয়ে কম হলে সার উত্তোলনের পূর্বে ঘাটতি অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অধিক হলে প্রযোজ্য হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত অর্থ ফেরত/সমন্বয় করা হবে।

১১. সার উত্তোলন: দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সরকার নির্ধারিত সরবরাহকারী/প্রতিষ্ঠান থেকে বরাদ্দকৃত সার উত্তোলন করতে বাধ্য থাকবেন। সরবরাহকারীর উৎপাদন/সরবরাহ ব্যাহত হওয়া, দৈব দুর্বিপাক, শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট, পরিবহন প্রতিবন্ধকতা বা প্রথম পক্ষের কারযকর নিয়ন্ত্রণের বাইরে অন্য কোনো কারণে সরবরাহ সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতা বাস্তব পরিস্থিতি ও নীতিমালা অনুযায়ী বিবেচিত হবে।

১২. উত্তোলনে বিলম্ব: বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত সরবরাহ সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রযোজ্য নীতিমালায় নির্ধারিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ সার উত্তোলন না করলে বরাদ্দ বাতিল এবং জমাকৃত জামানতের অর্থের ওপর নীতিমালায় নির্ধারিত কর্তন/বাজেয়াপ্ত প্রযোজ্য হবে। নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত পরিস্থিতিতে প্রথম পক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী বরাদ্দ বহাল রাখতে পারবেন।

১৩. সরকার নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয়: দ্বিতীয় পক্ষ উত্তোলিত সার কেবল সরকার নির্ধারিত মূল্যে কৃষক/অনুমোদিত ক্রেতা/ খুচরা বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করবেন। সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত কোনো মূল্য, অননুমোদিত চার্জ বা সুবিধা আদায় করা যাবে না।

১৪. বিক্রয় ও বিতরণে নির্দেশনা: সার বিক্রয়, বিতরণ, কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ, রসিদ প্রদান, মূল্য প্রদর্শন, ডিজিটাল/ম্যানুয়াল রেকর্ড এবং অন্যান্য বিষয়ে সরকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সময় সময় যে নির্দেশনা প্রদান করবে, দ্বিতীয় পক্ষ তা পালন করবেন।

১৫. মজুদ ও গুদাম: দ্বিতীয় পক্ষ ঘোষিত ও অনুমোদিত গুদামে সার নিরাপদ, শুষ্ক ও সুশৃঙ্খলভাবে সংরক্ষণ করবেন। অনুমোদিত গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্র প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি ছাড়া পরিবর্তন করা যাবে না।

১৬. মিলগেট/পথিমধ্যে বিক্রয় নিষিদ্ধ: কারখানা/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, ডিএপি বা সরকারি ব্যবস্থার আওতাধীন অন্যান্য সার উত্তোলনের পর দ্বিতীয় পক্ষ তা প্রথমে অনুমোদিত নিজস্ব গুদামে পৌঁছাবেন এবং গুদামে মজুদ করার পর বিক্রয় করবেন। মিলগেট, সরবরাহকেন্দ্র বা পথিমধ্যে সার বিক্রয়/হস্তান্তর করা যাবে না।

১৭. অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট: সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, অবৈধ মজুদ, কালোবাজারি, অননুমোদিত পুনর্বিক্রয়, মজুদ গোপন বা কোনো উপায়ে বাজারে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কেউ এই কাজে লিপ্ত হলে তার ডিলারশিপ বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৮. হিসাব ও রেকর্ড: দ্বিতীয় পক্ষ বরাদ্দ, উত্তোলন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয়, অবশিষ্ট স্টক ও আর্থিক লেনদেনের হিসাব নির্ধারিত রেজিস্টার/ডিজিটাল ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করবেন এবং কর্তৃপক্ষ চাইলে তাৎক্ষণিকভাবে উপস্থাপন করবেন।

১৯. পরিদর্শন ও যাচাই: প্রথম পক্ষ বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কমিটি দ্বিতীয় পক্ষের গুদাম, দোকান/অফিস, মজুদ, হিসাবপত্র ও সংশ্লিষ্ট নথি সরেজমিনে পরিদর্শন ও যাচাই করতে পারবেন। দ্বিতীয় পক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

২০. তথ্যের সত্যতা: ডিলার নিয়োগের জন্য দাখিলকৃত আবেদন, ঘোষণা, কাগজপত্র, গুদাম ও বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য সত্য ও সঠিক—এই মর্মে দ্বিতীয় পক্ষ নিশ্চয়তা প্রদান করছেন। কোনো তথ্য ভুল, অসত্য বা জাল প্রমাণিত হলে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী ডিলারশিপ বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্তসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২১. পারফরম্যান্স ও সার উত্তোলন: একই অর্থবছরে পরপর দুইবার অথবা সমগ্র অর্থবছরে মোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত সার উত্তোলনে ব্যর্থ হলে, প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী দ্বিতীয় পক্ষের ডিলারশিপ বাতিল এবং জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।

২২. চুক্তিভঙ্গ ও বাতিল: দ্বিতীয় পক্ষের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, এই চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন, প্রযোজ্য আইন/নীতিমালা/সরকারি নির্দেশনা অমান্য, অবৈধ মজুদ বা বিক্রয়, অতিরিক্ত মূল্য আদায়, মিথ্যা তথ্য প্রদান বা অন্যান্য গুরুতর অনিয়মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী ডিলারশিপ বাতিল, জামানত বাজেয়াপ্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

২৩. কারণ দর্শানো ও ব্যতিক্রম: যেসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা তাৎক্ষণিক ডিলারশিপ বাতিলের জন্য পৃথক পদ্ধতি নির্ধারণ করেনি, সেসব ক্ষেত্রে ডিলারশিপ বাতিল/জামানত বাজেয়াপ্তের পূর্বে দ্বিতীয় পক্ষকে অভিযোগ/কারণ জানিয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ দেওয়া হবে। তবে নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণের প্রয়োজন নেই বলে বিধান রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সেই বিধান প্রযোজ্য হবে।

২৪. একাধিক ডিলারশিপ: প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যগণ একটির বেশি ডিলারশিপ পাওয়ার যোগ্য হবেন না বা দ্বিতীয় পক্ষ একই সময়ে একাধিক ডিলারশিপ ধারণ করতে পারবেন না। অনিয়ম প্রমাণিত হলে নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ডিলারশিপ বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

২৫. হস্তান্তর ও মালিকানা পরিবর্তন: জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির অনুমোদন ছাড়া ডিলারশিপ, ব্যবসা, মালিকানা বা ডিলারশিপ-সংক্রান্ত অধিকার অন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করা যাবে না।

২৬. মৃত্যু বা অক্ষমতা: ডিলারের মৃত্যু বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে যোগ্য একজন সদস্য সাময়িকভাবে ডিলারশিপ পরিচালনার অনুমতির জন্য আবেদন করতে পারবেন। অনুমোদন ছাড়া কোনো উত্তরাধিকারী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিলার হিসেবে গণ্য হবেন না।

২৭. ডিলারশিপ সমর্পণ: আর্থিক অসচ্ছলতা বা অন্য কোনো বৈধ কারণে ডিলারশিপ সমর্পণ করতে চাইলে দ্বিতীয় পক্ষ সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি অফিসারের মাধ্যমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদন করবেন। প্রযোজ্য সরকারি পাওনা/দায়-দেনা সমন্বয় করে নীতিমালা অনুযায়ী জামানত ফেরত দেওয়া হবে।

২৮. নোটিশের মাধ্যমে অবসান: চুক্তির মেয়াদকালে, প্রযোজ্য নীতিমালা ও সরকারি সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, যে কোনো পক্ষ অপর পক্ষকে তিন মাসের আগাম লিখিত নোটিশ প্রদান করে চুক্তির অবসান ঘটাতে পারবে। তবে চুক্তিভঙ্গ বা নীতিমালায় তাৎক্ষণিক বাতিলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিধান প্রযোজ্য হবে।

২৯. নীতিমালা পরিবর্তন ও সরকারি ক্ষমতা: সার বিতরণ বা ডিলার নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা পরিবর্তন, সংশোধন, পুনর্গঠন বা জনস্বার্থে সরকারি সিদ্ধান্তের কারণে যেকোনো সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল/পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হলে সরকার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

৩০. জামানত ফেরত: ডিলারশিপ বৈধভাবে সমাপ্ত, সমর্পণ বা অবসান হলে এবং দ্বিতীয় পক্ষের কোনো সরকারি পাওনা, দায় বা বাজেয়াপ্তযোগ্য অর্থ না থাকলে প্রযোজ্য নীতিমালা অনুযায়ী জামানত ফেরত দেওয়া হবে।

৩১. বিরোধ নিষ্পত্তি: এই চুক্তির ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন নিয়ে কোনো বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে প্রযোজ্য সরকারি আপিল/প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। কোনো পক্ষের আইনগত প্রতিকার গ্রহণের অধিকার প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী সংরক্ষিত থাকবে।

৩২. প্রযোজ্য আইন: এই চুক্তি বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রযোজ্য বিধি, সার-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, সর্বশেষ কার্যকর সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ সংক্রান্ত সমন্বিত নীতিমালা এবং সরকারি আদেশ/নির্দেশনার অধীন হবে।

৩৩. চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ: ডিলার নিয়োগের অনুমোদনপত্র, বরাদ্দপত্র, প্রযোজ্য অঙ্গীকারনামা এবং এই চুক্তির তফসিলসমূহ, যতটুকু প্রযোজ্য, এই চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।

৩৪. চুক্তির সংশোধন: এই চুক্তির কোনো ধারা সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন কেবল ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদন এবং প্রযোজ্য নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা যাবে।

৩৫. নোটিশ ও যোগাযোগ: এই চুক্তির অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ/যোগাযোগ দ্বিতীয় পক্ষের দাখিলকৃত ঠিকানা বা সরকার অনুমোদিত যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদান করা যাবে। ঠিকানা বা যোগাযোগের তথ্য পরিবর্তিত হলে দ্বিতীয় পক্ষ লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

উপরোক্ত শর্তাবলি উভয় পক্ষ পাঠ করে/পাঠ করিয়ে শুনে, বিষয়বস্তু বুঝে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে কোনো প্রকার জবরদস্তি, প্ররোচনা বা অযাচিত প্রভাব ব্যতিরেকে নিম্নস্বাক্ষরকারীগণের উপস্থিতিতে এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলাম।

প্রথম পক্ষের পক্ষে

স্বাক্ষর: ________________
সভাপতি, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি
ও
জেলা প্রশাসক, __________ জেলা
সিল: ______________________

দ্বিতীয় পক্ষের পক্ষে

স্বাক্ষর: ________________
নাম/প্রতিষ্ঠান: ______________
স্বত্বাধিকারী/প্রোপ্রাইটর: _________
সিল (যদি প্রযোজ্য): ___________

স্বাক্ষর: ________________
সদস্য-সচিব, জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি
ও
উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, __________ জেলা
সিল: ______________________

সাক্ষীগণের স্বাক্ষর

১ম পক্ষঃ

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	______________	______________
২	______________	______________

২য় পক্ষঃ

ক্রমিক	নাম ও ঠিকানা	স্বাক্ষর
১	______________	______________
২	______________	______________

খুচরা বিক্রেতার
আইডি কার্ড

ক্রমিক নম্বর: .... কার্ড প্রদানের তারিখ: ....

খুচরা বিক্রেতার নাম: ....

খুচরা বিক্রেতার জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর: ....

ওয়ার্ড: .... ইউনিয়ন/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশন: ....

উপজেলা: .... জেলা: ....

বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান: ....

উপজেলা কৃষি অফিসার/ উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
ও
সদস্য সচিব, উপজেলা/ জেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটি

শর্তাবলি:

- এই কার্ড হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- অনুমোদিত উৎস ব্যতিত অন্য কোনো উৎস হতে সার বিপণন/ সংরক্ষণ করা যাবে না।
- নীতিমালার শর্তাদি পালন করতে হবে।
- কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় এই কার্ড বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

সারের মাসিক বরাদ্দ, উত্তোলন ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য ছক

অর্থবছর:

মাস:

বরাদ্দ ও উত্তোলনের বিবরণ		সার				অফিসারের মন্তব্য ও স্বাক্ষর
		ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এমওপি	
পূর্ববর্তী মাসের জের (মেঃটন/কেজি)						
বরাদ্দ	বরাদ্দের তারিখ					
	বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)					
	উৎস (বিসিআইসি/বিএডিসি/বেসরকারি আমদানিকারক)					
উত্তোলন	উত্তোলনের তারিখ					
	উত্তোলনের পরিমাণ (মেঃটন)					
	অনুত্তোলিত সারের পরিমাণ (মে.টন/কেজি)					
	উৎস (বিসিআইসি/বিএডিসি/বেসরকারি আমদানিকারক)					
বিক্রয়	বর্ণিত মাসে মোট বিক্রয় (মে.টন)					
	মাস শেষে অবিক্রিত স্থিতি (মে.টন)					

খুচরা বিক্রেতার স্টক রেজিস্টার

ক্রয়ের তারিখ	সারের নাম	পরিমাণ	ডিলারের নাম	ডিলারের স্বাক্ষর ও সিল

পরিশিষ্ট-৭

খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় রেজিস্টার

ক্রমিক নং	কৃষক/ ক্রেতা নাম	ঠিকান	সারের নাম	পরিমাণ	বিক্রেতার স্বাক্ষর ও তারিখ	ক্রেতার স্বাক্ষর ও তারিখ

সার ডিলারদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ ছক

অর্থবছরঃ ....

১) বিবেচ্য অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে সার উত্তোলন/ অনুত্তোলন সংক্রান্ত তথ্য:

ক) সার উত্তোলিত মোট মাসের সংখ্যা:..

খ) সার অনুত্তোলিত মোট মাসের সংখ্যা ও মাসের নাম:

....

গ) অনুত্তোলনের কারণঃ

....

ঘ) অন্যান্য তথ্যঃ

....

....

২) গোডাউন সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) মূল গোডাউন:

....

খ) বিক্রয় কেন্দ্রের গোডাউন:

....

৩) নীতিমালা প্রতিপালন সংক্রান্ত:

ক) বিবেচ্য অর্থবছরে তিনি নীতিমালার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেছেন কিনা? করে থাকলে তার বিবরণ:

....

....

খ) যদি শর্ত লঙ্ঘন করে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ:

....

....

৪) সার সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক) দৈনিক বিক্রয় রেজিস্টারঃ...

খ) বিক্রয় রশিদ প্রদান করা হয় কিনা? ....

গ) বিক্রয় রশিদে কৃষকের স্বাক্ষর/টিপসই নেয়া হয় কিনা? ....

ঘ) ডিলার নিজে বা তার নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হয় কিনা? ....

ঙ) পরিদর্শনকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়েছে কিনা? ....

চ) তার বিরুদ্ধে সার সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো কিনা? হয়ে থাকলে তার বিবরনঃ ....

৫) কর্মকর্তার মন্তব্য/ সুপারিশঃ ....

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট-৯

খুচরা বিক্রেতাদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ ছক

অর্থবছরঃ ....

১) বিবেচ্য অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে সার উত্তোলন/ অনুত্তোলন সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) সার উত্তোলিত মোট মাসের সংখ্যাঃ...

খ) সার অনুত্তোলিত মোট মাসের সংখ্যা ও মাসের নামঃ ....

গ) অনুত্তোলনের কারণঃ ....

ঘ) অন্যান্য তথ্যঃ..

....

২) গোডাউন সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক) মূল গোডাউনঃ...

খ) বিক্রয় কেন্দ্রের গোডাউনঃ..

৩) নীতিমালা প্রতিপালন সংক্রান্তঃ

ক) বিবেচ্য অর্থবছরে তিনি নীতিমালার কোনো শর্ত লঙ্ঘন করেছেন কিনা? করে থাকলে তার বিবরণঃ

....

....

খ) যদি শর্ত লঙ্ঘন করে থাকেন তাহলে তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ:

....

....

৪) সার সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ

ক) দৈনিক বিক্রয় রেজিস্টারঃ ....

খ) বিক্রয় রশিদ প্রদান করা হয় কিনা? ....

গ) বিক্রয় রশিদে কৃষকের স্বাক্ষর/টিপসই নেয়া হয় কিনা? ....

ঘ) খুচরা নিজে বা তার নিযুক্ত কর্মচারী দ্বারা বিক্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হয় কিনা? ....

ঙ) পরিদর্শনকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালিত হয়েছে কিনা? ....

চ) তার বিরুদ্ধে সার সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত কোনো প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো কিনা? হয়ে থাকলে তার বিবরণ: ....

৫) কর্মকর্তার মন্তব্য/ সুপারিশ: ....

মূল্যায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী, স্বাক্ষর ও সীল